FEB. 22 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পাদক সমীপে

মাদ্রাসার সিলেবাস প্রসঙ্গে

'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের' অধীনে সকল মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রিত এবং সিলেবাস ও তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রণীত হয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, মাদ্রাসার দাখিল, আলিম ও ফাযিলের সিলেবাস বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয় অনেক আগের প্রণীত সিলেবাস যা বর্তমান তথা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই অসামঞ্জস্যের কারণে মাদ্রাসার ছাত্র জেনারেল লাইনের শিক্ষা নিতে অনেক সময় বিপাকে পড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। যদি মাদ্রাসার কোন ছাত্র আলিম পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজী অনার্সে ভর্তি হতে চায়, তবে সে ব্যর্থ হয়। কারণ সেখানে ভর্তি হতে হলে বাংলা ও ইংরেজী ২০০ নম্বর (প্রথম ও ২য় পত্র) থাকতে হবে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রণীত সিলেবাস ১০০ নম্বরের বিধায় ঐ সকল ছাত্র তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না। এর জন্য দায়ী কে? এবার আসা যাক ফাযিলের ইংরেজী সিলেবাসের কথায়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ফাযিল শ্রেণীতে General English সিলেবাসভুক্ত করেছে। যাতে ভালভাবে ইংরেজী শিখা হয়। যেমনটি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী পাস ও অনার্সের বেলায়।

কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা জেনারেল লাইনের শিক্ষার বেলায় নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে General English-এর অনুপাতে সিলেবাস প্রণীত হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার বেলায় সে রকম সিলেবাস না থাকায় একটি ছেলে যখন ফাযিল শ্রেণীতে General English পড়তে যায় তখন তারপক্ষে সিলেবাস বুঝতেও অনেক কষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় General English-এর প্রথম প্রশ্ন Comprehension। জেনারেল লাইনের শিক্ষায় নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণী হতেই Comprehension সিলেবাসে রয়েছে। অন্যদিকে, মাদ্রাসা শিক্ষায় শুধুমাত্র ফাযিল শ্রেণীতে সে রকম সিলেবাস। এতে করে ভালভাবে ইংরেজী শিখার উদ্দেশ্য থাকলেও তা ব্যাহত হচ্ছে বলেই মনে হয়। এরপর আসে ফাযিল শ্রেণীর মানের কথা। ফাজিল শ্রেণীতে General English, বাংলা, অন্যান্য সিলেবাস ডিগ্রী ক্লাসের মতই। কিন্তু একটি ছেলে ডিগ্রী পাস করার পর মাষ্টার্সে ভর্তি হতে পারে এবং তাকে গ্রাজুয়েটের মান দেয়া হয়েছে। অপরদিকে একটি ছাত্র ফাযিল শ্রেণীতে ডিগ্রীর মত সমমানের সিলেবাসে পড়ালেখা করে এবং অতিরিক্ত রয়েছে কুরআন হাদিস তথা আরবী শিক্ষা, এতদসত্ত্বেও একটি ফাযিল পাস ছাত্রকে মাষ্টার্সে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় না এবং তাকে গ্রাজুয়েট মান দেয়া হয় না। এ কেমন নীতি? অতএব বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে নিবেদন এই যে, মাদ্রাসা শিক্ষার বেলায় দাখিল, আলিমের বিশেষ করে ইংরেজী বাংলা সিলেবাস প্রণয়নে অসামঞ্জস্য দূর করে ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করতে হবে এবং ফাযিল শ্রেণীর মানের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। যাতে একটি ছাত্র ফাযিল পাস করার পর মাষ্টার্সে ভর্তির জন্য আবার ডিগ্রী পাস করার ঝামেলা হতে মুক্ত হয়, সকল ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য দূর হয় এবং মাদ্রাসা ছাত্ররা যাতে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে এজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ ইসমাইল হোসেন,
কামিল, চকবাজার আলিয়া, মাদ্রাসা,
কুমিল্লা।